ভবভূতি ঃ

নাট্যসাহিত্যে ভবভূতির গৌরবোজ্জ্বল অবদান কালিদাসের ন্যায় তাঁকেও সম্মানের অত্যুচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকগণ এই প্রথিতযশা নাট্যকারের সাহিত্য-প্রতিভাকে সশ্রদ্ধ অঙ্গীকারে বরণ করেছেন। ভবভূতি তাঁর নাটকত্রয়ীর প্রস্তাবনায় সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—দাক্ষিণাত্যে পদ্মপুর নামে নগর ছিল; সেখানে কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখাধ্যায়ী কাশ্যপগোত্র পঙ্‌ক্তিপাবন পঞ্চাগ্নি-উপাসনক ধৃতব্রত সোমযাজী উদুম্বর-গোত্রনামা বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। বাজপেয়যাজী সার্থকনামা মহাকবি ভট্টগোপালের পঞ্চম পৌত্র পবিত্রকীর্তি নীলকণ্ঠ-জাতুকর্ণীর পুত্র শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন ভবভূতি[৯০]। কারও কারও অনুমান কবির যথার্থ নাম শ্রীকণ্ঠ, ভবভূতি তাঁর উপাধি[৯১]। মালতীমাধবের পুষ্পিকায় নাট্যকারের নামের ক্ষেত্রে তিন রকম পাঠভেদ আছে—ভবভূতি, উম্বেকাচার্য এবং কুমারিলশিষ্য[৯২]। তাই কেউ কেউ অনুমান করেছেন নাট্যকার ভবভূতি প্রকৃতপক্ষে কুমারিলশিষ্য উম্বেকাচার্য। ভবভূতি সে যুগের বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও কীর্তিমান নাট্যকার; বেদ, উপনিষদ, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাখায় অসাধারণ বিদ্বান। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ করেছেন যে ভবভূতি ও বাক্‌পতি উভয় কবিই কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন[৯৩]। স্বয়ং বাক্‌পতিরাজও গউড়বহো কাব্যে ভবভূতির রচনার প্রশংসা করেছেন[৯৪]। আচার্য বামন কাব্যালঙ্কারে অলঙ্কার নির্ণয় প্রসঙ্গে ভবভূতির শ্লোক উদ্ধার করেছেন[৯৫]। সোমদেব (৭ম শঃ), ধনঞ্জয় (৭ম শঃ), মম্মট (১০ম শঃ) প্রভৃতি গুণিজনও তাঁর শ্লোক উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছেন। রাজশেখর (১০ম শঃ) বালরামায়ণে (১।১৬) ভবভূতিকে বাল্মীকির অবতাররূপে কল্পনা

Scanned with CamScanner

করেছেন। ভবভূতির নাটকের প্রস্তাবনা অনুসারে উজ্জয়িনীতে কালপ্রিয়নাথ অর্থাৎ মহাকালের উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে নাটকগুলি অভিনীত হত। নাট্যকারের কতিপয় উক্তি থেকে আমাদের মনে হয় তিনি সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে রাজসভার সমাদারলাভে বঞ্চিত ছিলেন এবং তাঁর রচনাও সাহিত্যসেবী সমালোচকদের প্রশংসালাভে সমর্থ হয় নি[১৬]। তবে উত্তরকালে তিনি নিশ্চয় মনস্বী রাজা যশোবর্মার সৌহার্দ্য ও সমাদর পেয়েছিলেন। পূর্বোক্ত তথ্যের বিচারে নিঃসন্দেহে বলা যায় ভবভূতির জীবৎকলি ৬৫০-৭৫০ খ্রী.।

ভবভূতির তিনটি নাটক পাওয়া গেছে—মালতী-মাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত।

দশাঙ্ক প্রকরণ **মালতী-মাধব**[১৭] সম্ভবতঃ ভবভূতির প্রথম নাট্যপ্রয়াস। কাহিনীর শৈথিল্য নাট্যকারের অপটু হস্তের সাক্ষ্য বহন করছে। নাট্যবস্তুর অসামঞ্জস্য, ভাষার অসংযম ও পরিমিতিবোধের অভাবে এই রচনা লক্ষণাক্রান্ত। বৃহদাকার এই প্রকরণের কাহিনী গতানুগতিক হলেও সার্থক নাট্যরূপ প্রদানে নাট্যকার সচেষ্ট। উজ্জয়িনীর মন্ত্রিকন্যা মালতীর সঙ্গে রাজ্যান্তর থেকে আগত তরুণ শিক্ষার্থী মন্ত্রিপুত্রের প্রণয় আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু। মালতীর পিতা নিজের মনোমত পাত্রের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। বিবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে মাধবের বন্ধু মকরন্দ এবং তাঁর পিতৃপরিচিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী কামন্দকীর কার্যকুশলতায় প্রেমের মিলনান্ত পরিসমাপ্তি ঘটল। মূল কাহিনীর সঙ্গে মালতীর প্রণয়প্রার্থী নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার সঙ্গে মকরন্দ নামক জনৈক তরুণের প্রণয়কাহিনীও যুক্ত। নাট্যকাহিনী তৎকালীন সাহিত্যের আসরে নিঃসন্দেহে অতীব জনপ্রিয় ছিল। নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন, এই রূপকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সরস ও রমণীয়; তাই মালতীমাধব একটি সার্থক নাটক[১৮]। তিনি যে সাহিত্যচর্চায় প্রথমাবধি মনে মনে উচ্চাশা পোষণ করতেন, তার দ্বিধাহীন আকাঙ্ক্ষা এই নাটকেই ব্যক্ত[১৯]। প্রেমিকা-প্রেমিকার প্রণয়ের আবেগ, যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস, বিরহের আতিশয্য, কারুণ্যের আর্তি প্রকাশ, ভাবের মর্মস্পর্শী দ্যোতনায় নাট্যকার অতুলনীয়; প্রকৃতির সৌম্য-উগ্র রূপের বর্ণনায় ও শব্দচিত্রে সার্থক শিল্পী এবং ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে অত্যুৎসাহী। সম্ভবতঃ বৃহৎকথার অন্তর্গত কোনও কাহিনীর ভিত্তিতে আলোচ্য নাটকের আখ্যানভাগ পরিকল্পিত। অবশ্য নাট্যকাহিনীর গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অষ্টম অঙ্কে (যেখানে রাজা মকরন্দের বীরত্বে প্রীত হয়ে মালতীর সঙ্গে তার বিবাহে সম্মত হলেন) নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলে কাহিনী দুর্বলতামুক্ত হত। বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কের সাদৃশ্যে এই নাটকের দশম অঙ্কটি-পরিকল্পিত। Macdonell মালতীমাধবের সঙ্গে Shakespeare-কৃত Romeo and Juliet নাটকে অঙ্কিত আবেগমধুর প্রণয়ের তুলনা করেছেন।

মালতীমাধবের ৬।৭টির অধিক টীকা রচিত হয়েছে। টীকাকারগণ হলেন জগদ্ধর, ধরানন্দ, রাঘবভট্ট, ত্রিপুরারি, নারায়ণ, প্রাকৃতাচার্য প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

মহাবীরচরিত[১০০] ঃ সপ্তাঙ্ক নাটক মহাবীরচরিত; কিন্তু এর শেষ দুই অঙ্কের মূল রচনা পাওয়া যায় না[১০১]। মহাবীর রামচন্দ্রের (অথবা মহাবীর রাম, রাবণ, বালী, হনুমান, পরশুরাম প্রভৃতির) চরিত। যথার্থ বিচারে পূর্বরামচরিত নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত, কারণ নাট্যকার রামকেই মহাবীররূপে গণ্য করেছেন এবং তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের কাহিনীকে নাট্যবস্তুরূপে নির্বাচন করেছেন। কাহিনী—রাবণ কর্তৃক সীতাকে বিবাহের সঙ্কল্প এবং তদুদ্দেশ্যে দূতপ্রেরণ, রামের দ্বারা তাড়কার অপমান, রামকে হত্যার জন্য শূর্পণখা ও মন্ত্রী মাল্যবানের পরামর্শ এবং উভয়ের প্ররোচনায় পরশুরামের মিথিলায় উপস্থিতি ও রামকে অপমান; রাম ও পরশুরামের পরস্পরের অবমাননা ও আক্রোশ, মন্থরার ছদ্মবেশে শূর্পণখার মিথিলায় আগমন ও কৈকেয়ীর নামে রামকে জাল চিঠি প্রদান; সেই পত্রে দশরথের নিকট কৈকেয়ী কর্তৃক দুটি প্রার্থনা পূরণের অনুরোধ; রামের বনবাস-সঙ্কল্প, অরণ্যচারী রামের ক্রিয়াকলাপ; রাবণকর্তৃক সীতাহরণ, রাম কর্তৃক বালীবধ ও সুগ্রীবের বন্ধুত্বলাভ, রাবণমন্ত্রী মাল্যবানের আশাভঙ্গ; সীতার কাছে কামাতুর রাবণের প্রণয়ভিক্ষা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের পরাজয় ও বিজয়ী রামসেনাদের উল্লাস; অবশেষে সীতাসহ রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ। রামের বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য নাট্যকার প্রচলিত রামকাহিনীর অনেক মৌল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং রামসীতার চরিত্রে মানবীয় গুণ অপেক্ষা দেবসুলভ লোকোত্তর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভবভূতি রাবণ, মাল্যবান, বালী, সুগ্রীব, শূর্পণখা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন সত্য, কিন্তু যথার্থ নাট্যরস সৃষ্টিতে সফল হন নি। মালতীমাধবের ন্যায় বিন্যাসগত ত্রুটি না থাকলেও চরিত্রচিত্রণ ও নাট্যরসের আবেদনে এটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল নাটক। ভবভূতি এই নাটকে প্রাচীন সংস্কার ভেঙ্গে জনপ্রিয় ও চিরায়ত রামকথার বিন্যাসে কিঞ্চিৎ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নাটকের উৎকর্ষসাধনে সেগুলি বিশেষ সহায়ক হয় নি। উপরন্তু সংস্কারপন্থী দর্শক ও বুদ্ধিজীবীরা নাট্যকারের এই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির জন্য হয়ত অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এমন অনুমান খুব দুঃসাহসিক নয় এবং হয়ত সেই কারণেই তাঁর জীবৎকালে নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ছিল না। ভবভূতির আলোচ্য নাটকে দীর্ঘবিস্তারী বর্ণনা ও ভাষার আড়ম্বরে নাট্যগতি ব্যাহত; রাম ও পরশুরামের মধ্যে দুই অঙ্কব্যাপী বিবাদ-বিসংবাদ কবিত্বের নিষ্ফল শ্রমে পর্যবসিত। এই নাটকে সাহিত্যপরম্পরায় শৃঙ্গার রসের প্রথাসিদ্ধ একক প্রাধান্য অস্বীকার করে বীর রসকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা নাট্যকারের অভিপ্রেত[১০২]। ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ভবভূতির মহাবীরচরিত ধ্রুপদী নাট্যরীতির সার্থক সৃষ্টি। ভবভূতি যে শৈলী অনুসরণ করেছেন, প্রথিতযশা নাট্যকারদের রচনায় তা সুলভ; তবে ভাষার আড়ম্বর, শিল্পিত মণ্ডনকলা এবং সার্বিক বৈচিত্র্যে তিনি অনন্যসাধারণ শিল্পী। আধুনিক সমালোচকগণ ভবভূতিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি[১০৩]।

মহাবীরচরিতে বীররাঘবকৃত (১৭৭০-১৮১৮ খ্রী.) টীকা প্রসিদ্ধ।

Scanned with CamScanner